78 দৈনিক খবর

তারিখ 27 AUG 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিবিরের হামলায় আহত ছাত্রদল নেতার মৃত্যু

স্টাফরিপোর্টার।।

ইসলামী ছাত্র শিবিরের হামলায় আহত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা হাবিবুর রহমান কবির মারা গেছেন।

এ হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে গতকাল শনিবার কেন্দ্রীয় বাইশটি ছাত্র সংগঠন এক মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মসূচী দিয়েছে। ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাঁচজন শিবির কর্মী আহত হয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতা ও ইতিহাস বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হাবিবুর রহমান কবির দীর্ঘ ১১ দিন সংকটাপন্ন অবস্থায় থাকার পর গত শুক্রবার রাত ৩টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। গত ১৫ই আগস্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সালাম–বরকত হলে ইসলামী ছাত্র শিবিরের হামলায় তিনি মারাত্মক আহত হন। কবিরের গ্রামের বাড়ী সাভারের নয়াপাড়ায়।

কবিরের মৃত্যু সংবাদ পাবার পরে গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলসহ বাইশটি ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা

৭-এর পাতায় দেখুন

ছাত্রদল নেতার মৃত্যু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঐক্যবদ্ধভাবে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে। এ সমাবেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা জহির উদ্দিন স্বপন ও নাজমুল হক প্রধান এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপন বক্তৃতাকরেন।

সমাবেশে বক্তারা স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য আরো সুদৃঢ় করার আহবান জানিয়ে বলেন, আজ থেকে সারাদেশের কোথাও সাম্প্রদায়িক শক্তি ইসলামী ছাত্র শিবির থাকবে না। এই অশুভ ফ্যাসিস্ট শক্তিকে দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি করতে দেয়া হবে না। স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিরোধ করতে হবে। শহীদের আকাংখাকে তুলে ধরতে আমাদের ঐক্য বজায় রাখতে হবে। সমাবেশে হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা করা হয়।

সমাবেশে বাইশ সংগঠনের পক্ষ থেকে নিহত কবিরের স্মরণে তিন দিনব্যাপী কর্মসূচী দেয়া হয়। কর্মসূচীতে রয়েছে আজ থেকে ২৭শে আগস্ট কালোব্যাজ ধারণ ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন, কাল ২৮শে আগস্ট সারাদেশে শোকসভা ও সাভারে কবিরের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শোকসভা এবং ২৯শে আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে শোক সমাবেশের আয়োজন।

ছাত্রদলের কর্মসূচী

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এ হত্যাকান্ডের প্রেক্ষিতে চার দিনব্যাপী কর্মসূচী নিয়েছে। কর্মসূচীতে রয়েছে, আজ রোববার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন, কালোব্যাজ ধারণ ও সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ সভা ও বিকেলে সাভারে প্রতিবাদ সভা, সোমবার সাভারে অর্ধদিবস হরতাল পালন, মঙ্গলবার বাইশটি সংগঠনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং বুধবার ৩০শে আগস্ট হত্যাকারীদের বিচারের দাবীতে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট।

ছাত্রদল নেতা কবিরের মৃত্যুর খবর পাবার পর গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও মেডিকেল কলেজের গেটে ইসলামী ছাত্র শিবিরের পাঁচজন প্রহৃত ও ছুরিকাহত হয়েছে বলে জানা গেছে। একজন আহত কর্মীকে অপহরণ করা হয়েছে বলে শিবির অভিযোগ করেছে। আহতরা একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসাধীনরয়েছে।

কবিরের জানাজা

গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টায় নিহত কবিরের লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আনা হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় একটায় গায়েবানা জানাজার আয়োজন করা হয়। জানাজায় বিএনপি নেতা মেজর জেনারেল (অবঃ) মাজেদুল হক, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, আফাজুদ্দিন ফকির, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, শামসুজ্জামান দুদু এবং বাইশটি ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিতছিলেন।

কবিরের লাশ তার গ্রামের বাড়ীতে দাফন করা হয়েছে।